প্রসঙ্গ হাসিনা: মুক্তমনার লেখকদের বিরুদ্ধে-

মুক্তমনা সবাই মনে হয় শেখ হাসিনাকে গ্রেফতারে সাংঘাতিক মনক্ষুন্ন হয়েছেন। অনেকের লেখাই পড়লাম তাদের ক্ষোভ দেখে চমকে উঠেছি। সবাই শেখ হাসিনাকে মহান নেত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন কিন্তু কেউই তার দুর্নীতি সম্মন্ধে টু শব্দটিও করেন নি। অনেকেই আবার ৭১ কে টেনে এনেছেন অনেকেই তার পিতা, মণি সিং সহ আরো অনেক বড় বড় নেতার রাজনৈতিক গ্রেফতারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু সবাই গ্রেফতারের মূল কারণটিকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। মূল কারণ হলো শেখ হাসিনা গ্রেফতার হয়েছেন নিজ হাতে দুর্নীতির দায়ে। আমি শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়াকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলতে চাই আপনারা আমাদের দেশের জন্য অনেক করেছেন। বিশেষ করে আমাদের দেশের গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আপনাদের ভূমিকা আমরা শ্রদ্ধা ভরে স্বরণ করি। কিন্তু আপনারা দেশ সাশন করতে গিয়ে যে অন্যায় গুলি করেছিলেন তার শাস্তি আপনাদের পেতেই হবে। আপনারা কখনোই দাবী করতে পারবেন না যে আপনারা নির্দোষ কারণ আপনাদের দুজনের সময়েই বাংলাদেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। আপনাদের ডাকেই দেশে অনেক অরাজক পরিস্থিতি তৈরী হয়েছিল। কাজেই এই সমস্ত অপরাধের শাস্তি আপনাদের ভোগ করতেই হবে। অবশ্য খালেদা জিয়া আজকের পত্রে সেটা স্বীকারও করেছেন।

শেখ হাসিনার গ্রেফতারের সমালোচনা করতে গিয়ে এই সরকারকে অনেকেই অনেক খারাপ কিছু সঙ্গেও তুলনা করছেন। এবং অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছেন। এই বিষয়ে আমি বলতে চাই আমরা সমস্ত খারাপের সঙ্গেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। দেখিনা এই সম্ভবনাময় খারাপ সরকারের কাছ থেকে ভাল কিছু পাওয়া যায় কিনা। তারা তো এতদিন যাবত যা বলে এসেছে, যা করে এসেছে তাতে তো খারাপের পরিমান তুলনামুলক ভাবে কম বলেই মনে হয়। আর তাদের দেখার জন্য ছয় মাস তো পারও করে ফেলেলাম। এই ছয় মাসে যখন দেশ বিক্রি হয় নি, ১১ই সেপ্টেমবরের আগের মতো পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়নি, দেশে অরাজকতা বা সেচ্ছাচারিতা বা দুর্নীতির রেকর্ড বা সন্ত্রাসীর নতুন রেকর্ড যখন তৈরী হয় নি তখন দেখি না একটু অপেক্ষা করে বাকী ১৮ মাস। অবশ্য অনেকেই বলছেন তারা ১৮ মাস নয় সারা জীবনের জন্যই নাকি ক্ষমতায় থাকতে এসেছে। অবিশ্বাস করলাম না কিন্তু প্রতিবাদ না হয় ১৮ মাস পরেই করি। অনেকেই আবার বলছেন তারা রাজনৈতিক দল গুলোকে ভাঙ্গার খেলায় নেমেছেন। একথাটাও অবিশ্বাস করলাম না কিন্তু তাতে আমাদেরই বা কি আসে যায়। কোন দল সরকারে থাকল বা থাকল না সেটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। আমরা কতটুকু শান্তিতে আছি নিরাপদে আছি সেটাই আমাদের মুল বিষয়। একমাত্র ভোটের সময় ছাড়া তো বাকী পুরোটা সময় এই দলের কাছে দলের নেতাদের কাছে কীটপতঙ্গের মতোই থাকতে হয়। শুনেছি কত মন্ত্রীর বাসায় নাকি হরিণ ছিল কুমির ছিল। তাদের আহার নিশ্চই আমরা যারা ফুটপাতে ঘুমাই তার মতো নয়। আমরা তো দুবেলা পেটপুরে খেতেও পারি না কিন্তু হলফ করে বলতে পারি ওই সমস্ত জন্তু জানোয়ার কখনো আমাদের মতো অর্ধাহারে অনাহারে থাকেনি।

কি হচ্ছে কি হবে কি হওয়া উচিত তা আমরা আর বুঝতে চাই না শুনতে চাই না যা সঠিক তাই হওয়া উচিত। যদি কেউ দুর্নীতি করে থাকে তার শাস্তি হওয়া উচিত। কেউ সন্ত্রাসী কার্যক্রম করে থাকলে বা ইন্ধন দিয়ে থাকলে তারো শাস্তি তাকে পেতে হবে। এসমস্ত দায়িত্ব সরকারের। সরকার এদের শাস্তি না দিলেই বরং আমারা তাদের উপড় নাখোশ। তারা তো বলছে শেখ হাসিনা অপরাধী, তাদের কাছে প্রমান আছে। দেখিনা যদি প্রমান করতে পারে তহলে কেন আমরা এই সমস্ত দুর্নীতিবাজদের জন্য মায়া কান্না করব? প্রমান না করতে পারলে তখনি গর্জে উঠুক প্রতিবাদের ঝড়। আমরা এখনো তাদের দোষীও বলছি না নির্দোষও বলছি না। কিন্তু বিগত দিনের সমস্ত কার্যক্রমকে বিশ্লেষন করলে যা বেরিয়ে আসে তা হলো ওনাদের নির্দোষ হবার সম্ভবনা খুবি ক্ষীন। তাই যদি হয় তবে একজন সম্ভব্য খারাপের সাফাই গাইতে গিয়ে একজন সম্ভব্য ভালোর সমালোচনা কেন করছি? যারা সিদুরে মেঘ দেখ ভয় পান তাদের বলছি যার হারানোর মতো সম্পদ বলতে কিছুই নেই তার আগুন দেখে ভয় করে লাভ কি বরং যদি একটু বৃষ্টির পরশ পাই তাহলে বরং নতুন কিছু চারা গজাতে পারে।

যারা এতোক্ষন কষ্ট করে লেখাটুকু পড়লেন এবং অসন্তষ্ট হলেন তাদের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী। হয়ত আমি মুক্তমনা নই বা মুক্তমনার উপযোগী নই।

ডালিম। dalim_76@yahoo.com